ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

(সারসংক্ষেপ)

# বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

**১১ মে ২০২২**

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ**

# বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়


### গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

### গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রির্সাচ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন*, টিআইবি
মো. নেওয়াজুল মওলা, *রির্সাচ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন, টিআইবি*

### গবেষণায় সহযোগিতা

মীর এনামুল করিম, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়েন সুশাসন, টিআইবি*
ঊর্মি জাহান তন্নী, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*



### কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া, এই গবেষণার প্রতিবেদন প্রনয়ণে নানা বিষয়ে সাহায্য করার জন্য মাহমুদা নূর চৌধুরী, গবেষণা সহকারী এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।



### যোগাযোগ

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)**
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২,৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

# বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

## সার-সংক্ষেপ[১]

### ১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। চাহিদার অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির (১৮-ক অনুচ্ছেদ) অংশ হলেও পরিবেশগত সঙ্কটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৭ এবং ১৩ এর পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, সকলের জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা স্বত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে (এলএনজি) প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে ১০টি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার পরও ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার ১০,০০০-১২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার পরিমাণ হবে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের এক চতুর্থাংশ। বাতিলকৃত কয়েকটি প্রকল্পকে এলএনজিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বিদ্যুৎ খাততে আরও ব্যায়বহুল আমদানি নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়াকেই ইঙ্গিত করে। এছাড়া, বিদেশী ঋণের ঝুঁকি নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনের বেশি (উদ্বৃত) উৎপাদনের ফলে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এখাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হলেও এসংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) এবং ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রস্তুতে জাইকা ও টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো এর অঙ্গসংগঠনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ। জনপরিসরে এ সংক্রান্ত তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, কয়লা এবং এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ফলে, কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকসমূহ সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

### ২. গবেষণার উদ্দেশ্য

**প্রধান উদ্দেশ্য:** কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য**

- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;
- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের কারণ এবং প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা;
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

[১] ২০২২ সালের ১১ মে ঢাকায় প্রকাশিত "বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

## ৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটির সময়কাল ছিলো ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২।

### ৩.১ প্রকল্প নির্বাচন

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ৩টি প্রকল্প (২টি কয়লাভিত্তিক ও ১টি এলএনজিভিত্তিক) বেছে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পিএসএমপি বাস্তবায়নে প্রকল্পগুলো অনুমোদন (দেখুন পরিশিষ্ট ১: প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া) করা হয়েছে। প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে-

(ক) প্রকল্পের অবস্থান-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, জলবায়ু ঝুঁকি;
(খ) প্রকল্পের আকার ও বাজেট;
(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি; এবং
(ঘ) প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রকল্প নিকটবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর প্রভাব।

**সারণি ০১: গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রকল্প**

| ক্রম | প্রকল্পের নাম | ধরন | অর্থায়নকারী | ক্ষমতা (মেঃওঃ) | চুক্তির সাল | অবস্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | **বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র** | কয়লা | ডিএফসি হোল্ডিং; হংকং হোল্ডিংস; আইসোটেক; পাওয়ারচায়না কনসোর্টিয়াম; বাংলাদেশ সরকার | ৩৫০ | ২০১৭ | নিশানবাড়িয়া, তালতলী, বরগুনা |
| ২ | **বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র** | কয়লা | এস আলম গ্রুপ; সেপকো; এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ: চীনের ঋণ (৭টি ব্যাংক) বাংলাদেশ সরকার | ১৩২০ | ২০১৩ | গন্ডামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম |
| ৩ | **মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র** | এলএনজি | কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, মিতসুই কোম্পানি লিমিটেড | ৬০০ | ২০১৫ | মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার |

### ৩.২ তথ্যের ধরন, উৎস এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

**সারণি ০২: তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি**

| তথ্যের ধরন | তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | তথ্যের উৎস |
|---|---|---|
| **প্রত্যক্ষ তথ্য** | মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার | সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, ইত্যাদি |
| | ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি) | সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ |
| **পরোক্ষ তথ্য** | বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা | সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট |

## ৪. বিশ্লেষণ কাঠামো

ছয়টি সূচকের আলোকে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**সারণি ০৩: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো**

| সুশাসনের নির্দেশক | পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র |
|---|---|
| **আইন ও নীতির প্রতিপালন** | ▪ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় আইন, নীতি ও বিধান |
| **সক্ষমতা** | ▪ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; জ্বালানি খাতের অবকাঠামো; জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা |
| **স্বচ্ছতা** | ▪ তথ্য প্রকাশ- স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক<br>▪ ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা |
| **জবাবদিহিতা** | ▪ তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া<br>▪ প্রকল্প অনুমোদনে বিবিধ চুক্তি সম্পাদন |
| **অংশগ্রহণ** | ▪ স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ<br>▪ স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান |
| **অনিয়ম ও দুর্নীতি** | ▪ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন<br>▪ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান<br>▪ ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং বিতরণ<br>▪ বিভিন্ন অংশীজনের স্বার্থ |

## ৫. গবেষণার ফলাফল

### ৫.১ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

#### ৫.১.১ জ্বালানি মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) প্রস্তুত

বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) নিজেরা প্রস্তুত করতে পারেনি। এই মহাপরিকল্পনা তৈরিতে সরকার বারবার জাইকার অর্থ গ্রহণ করেছে এবং জাইকা একই প্রতিষ্ঠানকে (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো) বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে জাপানের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারণের স্বার্থে কয়লা এবং এলএনজিকে প্রধান্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, পিএসএমপি প্রস্তুতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। এমনকি বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কার্যকর সমন্বয় করাসহ জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা তথ্য প্রদান করেন। পিএসএমপি প্রস্তুতের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে ফলে স্বার্থের দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: টেপকোর অঙ্গসংগঠন টেপসকোসহ (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড), জেরা ও মারুবেনিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, বিতরণসহ ইআইএ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

#### ৫.১.২ রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬

**ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণ:** পিএসএমপি (২০১৬) তে, ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরবরাহ ও চাহিদার অসঙ্গতিসহ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ২০৪১ সালের মধ্যে ৮২ হাজার মেঃওঃ জ্বালানি চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে যার ৭০ শতাংশ কয়লা ও গ্যাস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ১৮টি পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। ফলে চাহিদা না থাকলেও প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে এবং অব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ক্রমাগত ভর্তুকি গুণতে হচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)'র জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল পর্যন্ত বিপিডিবি'র মোট ৬২ হাজার ৭০২ কোটি টাকার পুঞ্জিভূত ক্ষতি হয়েছে।

**জ্বালানি মিশ্রণ নির্ধারণ (এনার্জি মিক্স):** পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে, জ্বালানি মিশ্রণে আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানি দাম ও জ্বালানি ব্যবস্থার ক্রমাগত রূপান্তরকে বিবেচনা করায় ঘাটতি থাকায় বারবার জ্বালানি মিশ্রণে পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে কখনো অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাস আবার কখনো আমদানি নির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ গ্যাস ও কয়লার উত্তোলন এবং এর দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে। ফলে জ্বালানি নীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এই খাতে বিনিয়োগে আর্থিক ক্ষতি ও অপচয় হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত এক দশকে বিদ্যুতের দাম গড়ে ৯১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ মোট ৯ বার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

**জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তর/ নবায়নযোগ্য উৎসে গুরুত্ব প্রদান:** পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে জ্বালানি ব্যবস্থার রূপান্তরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। বিশেষকরে, বৈশ্বিক বাজারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন খরচ ৮৯% পর্যন্ত কমলেও এই জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষকরে, ৩০ হাজার মেঃওঃ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভবনা থাকলেও এখাতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। এখাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ২,৮০০ মেঃও: ও ২০৪১ সালে ৯,৪০০ মেঃওঃ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭ মতে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের জন্য মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭% নবায়নযোগ্য হওয়ার শর্ত হলেও তা ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত এই উৎপাদন সক্ষমতার ১০% লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ৭৭৯ মেঃওঃ (মোট সক্ষমতার ২.৩%) উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া, ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪২টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র চারটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নবায়নযোগ্য উৎস থেকে গ্রিডে প্রাইভেট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের কার্যকর মডেল না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অব্যহৃত থাকছে।

**সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদান:** পিএসএমপি (২০১৬) তে, জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। ফলে, সঞ্চালন লাইন না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে নির্মিত বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে আসলেও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারায় ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ভর্তুকি প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

### ৫.১.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০

প্রারম্ভিক আলোচনা এবং ধারা ১(২) তে এই আইনের মেয়াদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সাময়িক সময়ের জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ সালে ৪ বছর মেয়াদে বিশেষ বিধান আইনটি প্রণয়ন করা হলেও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরও ৩ দফা মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আইনটি কার্যকর রাখা হয়েছে। এই আইনের আওতায় পরিবেশ বান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী নয় এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পসমূহ অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে রেন্টাল/কুইক রেন্টালসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ধারা (৩) তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-কে পাশ কাটিয়ে এই আইনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে জ্বালানি খাতের বিবিধ ক্রয়, ঠিকাদার নিয়োগ এবং কার্যাদেশ প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, অযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক দামে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি করা, সময়মত উৎপাদনে আসতে ব্যর্থ হওয়া এবং জ্বালানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ এখাতে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে। এই আইনের ধারা (৯) তে, আদালতের এখতিয়ার রহিতকরণের বিষয়ে বলা হয়েছে। এই আইনের অধীনে গৃহীত প্রকল্পে সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়েছে। ফলে, বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনের লংঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সম্পর্কে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) গত ১০ বছরে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় সরকার তাদের ৪৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা অন্যায্যভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে।

### ৫.১.৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এই আইনের ধারা ৫ (১ ও ২) এ সীমানা নির্ধারণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ৫নং ধারায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে, ঝুঁকি থাকা স্বত্ত্বেও কিছু সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে না এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবেও ঘোষণা করা হচ্ছে না। এছাড়া, এই আইনের ধারা ৬(ঙ) তে 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে'র উল্লেখ রেখে জলাধার ভরাট ও শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগের রাখা হয়েছে। কিন্তু এই 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ' নির্দিষ্ট না থাকায় এই ধারার অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। যেমন: মাতারবাড়িতে কুহেলিয়া নদীর পাড় ধরে ৭.৩৫ কিঃমিঃ বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণের জন্য গৃহীত ৬২.২৫ একর জমি নদী ও খাস শ্রেণিভুক্ত হলেও তার শ্রেণি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং নদীর ৮-১০

মিটার ভিতরে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং নদীর ভিতরে দ্বীপ নির্মাণ করে সেতু নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এই আইনের ধারা ১২ তে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু, অবস্থানগত ছাড়পত্র নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরুর সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে পরিবেশ সমীক্ষা না করেই 'এক্সটেনশন ইআইএ' দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়ার সুযোগ থাকায় পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজ্জনক এলাকায় কয়লা ও এলএনজিসহ অন্যান্য ভারী শিল্প প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে নদী ও জলাধার সুরক্ষায় জড়িত প্রতিষ্ঠান যেমন, নদী কমিশনের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরেজমিন পরিদর্শনে জলাধার ভরাটের সত্যতা পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়াসহ নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে না পারার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়া হচ্ছে এবং ইআইএ সংশোধনের নামে দফায় দফায় ইআইএ পরিবর্তন করা হচ্ছে।

### ৫.১.৫ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্যারিস চুক্তির আওতায় আইএনডিসিতে বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে ৫% এবং তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১৫% কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলাদা পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের রূপরেখা নেই। অন্যদিকে, সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির নামে কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং প্রস্তাবিত ১৮টি প্রকল্প থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১ লাখ ১০ হাজার টন কার্বন নিঃসরণের আশঙ্কাসহ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৬৩ গুণ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া, ২০০৮ সালে জ্বালানি খাত থেকে ৪১ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরিত হয়েছে এবং ২০১৯ সালে তা বেড়ে ৮৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮ সালের তুলনায় ১১৮% বেশি।

**চিত্র ১: কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ (২০০৮-২০১৯)**

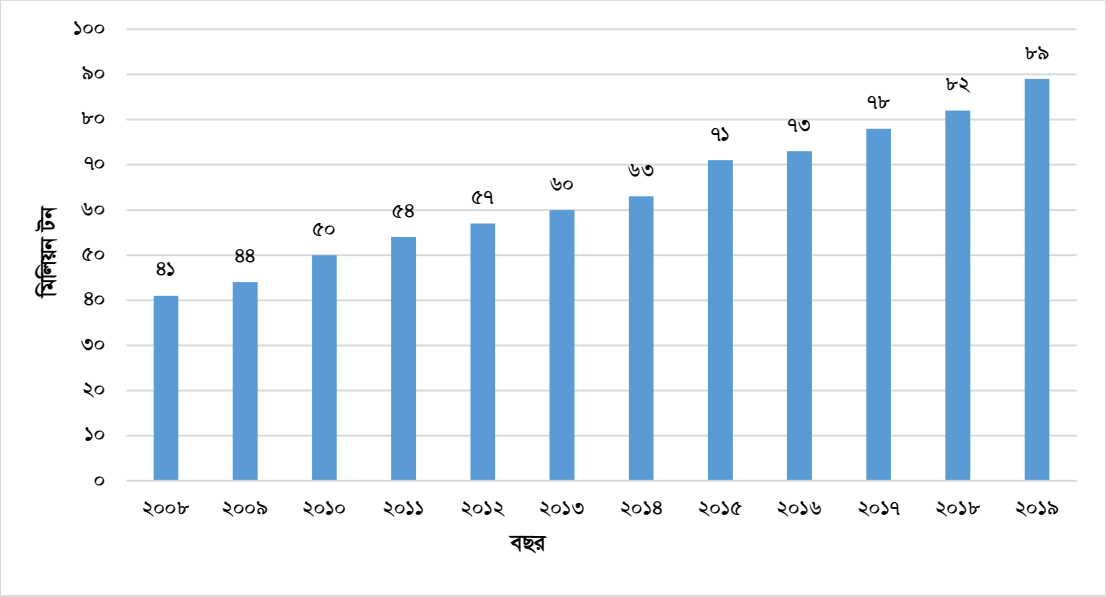


## ৫.২ সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

### ৫.২.১ কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকার ফলে আমদানি নির্ভর প্রযুক্তি দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই সাথে চায়না ও জাপানের পুরাতন এবং ব্রাউন ফিল্ড বয়লারগুলোকে গ্রীন নামে চালিয়ে দেওয়াসহ উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত কয়লা প্রযুক্তির 'ডাম্পিং ক্ষেত্র' হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করার অভিযোগ করেন এখাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

### ৫.২.২ জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত ঘাটতি

অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাসের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে সক্ষম না হওয়ায় আমদানি নির্ভর জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পেট্রোবাংলা কর্তৃক বর্তমান মোট চাহিদার ৫২.৩% এর বেশি গ্যাস সরবরাহ করার সক্ষমতা নেই। সুপরিকল্পিত রূপরেখা প্রণয়ন না করেই মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ এগারোটি আমদানি নির্ভর এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এসংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুতে ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান না করার ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ লাইনে সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়নি।

### ৫.২.৩ জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

**দরকষাকষির ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব:** প্রভাবশালী ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (আইপিপি) বিনিয়োগ প্রস্তাবে সরাসরি রাজি হওয়াসহ আনসলিসিটেড প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) উন্মুক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারায় অর্থায়ন সংক্রান্ত বৈদেশিক ঋণের চুক্তি সম্পাদন এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে দরকষাকষিসহ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নিতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া, একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থের উৎস সন্ধান এবং অর্থায়নসহ পুরো বিষয় সমন্বয় করায় সুদের হার ও শর্ত নির্ধারণে দরকষাকষির সুযোগ ছিলনা বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান। ফলে উচ্চ সুদে বিদেশী ঋণ গ্রহন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো চীনের বিবিধ ব্যাংক থেকে নন-কনসেশনাল বা কঠিন শর্তে ঋণ নিয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঋণের সুদ এবং ইকুইটির লাভও গ্রহণ করবে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের হার ৫-৬ শতাংশ নির্ধারণ এবং কাজ শেষ হওয়ার আগেই সুদ প্রদান করার শর্ত রয়েছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলেও বিপিডিবি কর্তৃক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের জন্য দুই বা ততোধিক সভ্রেইন গ্যারান্টির নিশ্চয়তা প্রদান করা করা হয়েছে। যেমন, দেশী-বিদেশী উৎপাদনকারীদের জন্য তিন-পাঁচ গুণ বেশি দামের নিশ্চয়তা, নিয়মিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের শর্ত এবং বিদ্যুৎ ক্রয় না করলেও ক্যাপ্যাসিটি চার্জ প্রদান, মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থের খুচরা যন্ত্রপাতি প্রতিবছর করমুক্ত আমদানির সুবিধা, প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয়ে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি মওকুফ করা ইত্যাদি সুযোগ রয়েছে।

## ৩.২ স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। গবেষণায় নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সবকয়টিই স্বপ্রণোদিতভাবে বা চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেনি (সারণি ৪ দেখুন)।

**সারণি ০৪: নির্বাচিত তিনটি প্রকল্পের স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ**

| প্রকল্প তথ্য | বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র | বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র | মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র |
|---|---|---|---|
| প্রকল্পের ডিপিপি ও ইআইএ প্রতিবেদন স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| ঋণের হার, শর্ত, মুনাফা বন্টন ও মুনাফার আয়কর সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| আর্থিক লেনদেনসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্ত করা | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণে প্রকল্প সর্ম্পকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| চুক্তি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্যাদি স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| ওয়েবসাইটে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা | X | X | X |

(X-হয়নি; √-হয়েছে)

উল্লেখ্য, মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এবং মিতসুই কোঃ এর মধ্যে নন-বাইন্ডিং চুক্তি হলেও এখনো যৌথ কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হয়নি। তাই পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রস্তুতসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু কার্যক্রম শুরু হয়নি।

### ৫.৩ জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ

#### ৫.৩.১ তদারকি কার্যক্রমের ঘাটতি

পরিবেশ অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নির্গমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত তদারকি করে না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। এছাড়াও, প্রকল্পের নামে সরকারি-বেসরকারি জমি দখল এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভূমি অফিসসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসসমূহের বিরুদ্ধে তাদের এখতিয়ার রয়েছে এমন বিষয়সমূহের তদারকি না করার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের আপত্তিসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রাহ্য করে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্মাণ কাজের দ্বারা সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই। এমনকি নদী ও খালে কয়লা প্রকল্পের বর্জ্য নিয়মিত নিক্ষেপ করলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

#### ৫.৩.২ নিরীক্ষায় ঘাটতি

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রতি বছর একই প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় না। এছাড়া, কোন কোন খাতে কিভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে নিরীক্ষায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া হয় না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান।

#### ৫.৩.৩ অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থায় ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে স্থানীয় দপ্তরগুলো অনীহা রয়েছে। এছাড়া, সহযোগীতা না করা এবং ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণসহ অভিযোগকারীদের হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ ও হেনস্থা করার হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করা হয়ে থাকে বলেও ভুক্তভোগীরা জানান। জমি অধিগ্রহণে জমির মালিকদের হয়রানি ও মামলা প্রদান করা হলেও এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। জাল দলিল তৈরী ও জালিয়াতির কারণে দুদক মামলা করলেও জাল দলিলের গ্রহীতাকে বাদ দিয়ে দলিলের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা করার মাধ্যমে মূল অভিযুক্তদের অপরাধ থেকে ছাড় পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনা হয় না বলে তথ্যদাতারা জানান।

**সারণি ০৫: প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ**

| প্রকল্প তথ্য | বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র | বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র | মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র |
|---|---|---|---|
| পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন | √ | √ | X |
| বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন | √ | √ | প্রযোজ্য নয় |
| স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ করে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| সম্পূর্ণভাবে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রকল্প অনুমোদন | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ আইন অনুযায়ী এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে ক্রয়সহ বিবিধ চুক্তি সম্পাদন | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| উন্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা | X | X | প্রযোজ্য নয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রকল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর ছাড় | √ | √ | প্রযোজ্য নয় |
| ইপিসি ঠিকাদারদের আয়কর, পরামর্শক কর, উৎপাদন ও ভ্যাট রেয়াত দেওয়া | √ | √ | প্রযোজ্য নয় |
| জ্বালানি আমদানিতে এনআরবি কর্তৃক ৫ থেকে ১৫% পর্যন্ত ভ্যাট ছাড় | √ | √ | প্রযোজ্য নয় |
| ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, সুরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় | X | X | প্রযোজ্য নয় |
| বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকল্পের পক্ষে ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি প্রদান | √ | √ | প্রযোজ্য নয় |

**X-হয়নি; √-হয়েছে**

*বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র সময়মতো উৎপাদনে আসতে না পারায় সময় বর্ধিত করা হয়েছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকালীন সরকারের কাছ থেকে ৩ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা কর ও ভ্যাট রেয়াত বাবদ গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৫.৪ অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে নীতি নির্ধারকদের সাথে সভায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অনৈতিক সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের শিখিয়ে দেওয়া কথাই সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করায় ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্পের ফলে পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষাতে গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে।

### ৫.৫ অনিয়ম ও দুর্নীতি

#### ৫.৫.১ প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি

জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারক এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে যথাযথ বিশ্লেষণ না করে প্রভাবশালীদের স্বার্থে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তা নিয়োগ ও বদলিতে বিদেশী লবিইস্টদের প্রভাব রয়েছে এবং যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি আমলাদের ক্যাপচার করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় বলে এখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ না করেই চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা তথ্য প্রদান করেন। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে (ভারত, চীন, পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া) নির্মিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাংলাদেশী টাকায় ৩.৪৬-৫.১৫ পড়লেও নির্বাচিত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ রেখে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

**সারণি ০৬: পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় নির্বাচিত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ**

| বিদ্যুৎকেন্দ্র | ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম (টাকা) | পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (টাকা) | পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র | ৬.৬১ | ১.৪৬-৩.১৫ | ২২-৪৮ |
| বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র | ৬.৭৭ | ১.৬২-৩.৩১ | ২৪-৪৯ |

প্রতি টন কয়লার প্রাথমিক দাম ১২০ ডলার হিসাব করে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করা হলেও উৎপাদন শুরুর পর প্রকল্প ব্যয়সহ জ্বালানি মূল্য, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে দাম বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া কয়লা পরিবহন ব্যয় বেশি পড়লে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ২-৩ গুণ বেশি পরার আশংকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার-আইপিপি) সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ প্রদানে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। আইন পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় জ্বালানি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এর ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে বলে এখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ দেওয়ায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশে জ্বালানির দাম ক্রয় মুল্যের চেয়ে অধিক দেখানোর সম্ভাবনা এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি রয়েছে। প্রাইভেট

সেক্টর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের কোনো সীমারেখা/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। এছাড়া, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য নির্মাণ ব্যয় সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী ৭-৮ কোটি টাকা হলেও বরিশাল প্রকল্পে ১৩.৭৫ কোটি টাকা এবং বাঁশখালীতে ১৬.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের কমিশন হিসেবে গ্রহণের অভিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা।

### ৫.৫.২ ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রঃ** প্রাথমিকভাবে ইআইএ ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ চলমান রাখা হয়। পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদন দেওয়া হলেও দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত টেংরাগিরি বনের পরিবেশগত বিপন্নতাকে গুরুত্বের সাথে সমীক্ষাতে বিবেচনা করা হয়নি। বিশেষকরে আন্ধারমানিক ইলিশ অভয়ারণ্যে ও গোরাপদ্মা সবুজ বেষ্টনীর ক্ষতির ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। অন্যদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ইআইএ অনুমোদনের শর্ত অমান্য করা হয়েছে। যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার স্লুইস গেট বন্ধ ও খাল ভরাট করা হয়েছে, প্রাকৃতিক বনভূমি জন্মানোর প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে এবং পরিবেশ নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধ ১ কিঃমিঃ হলেও তা অমান্য করে শুভ সন্ধ্যা সৈকত থেকে বালি উত্তোলন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন- অবৈধভাবে নদীর জায়গা ভরাট করায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসন মারফত কাজ বন্ধের হুকুম স্বত্তেও বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি নির্মাণ করা হয়েছে।

**চিত্র ০২: বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ**

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্রঃ** ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ প্রতিবেদন দেয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। বিশেষকরে, পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া,

ইআইএ প্রতিবেদন বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। অন্যদিকে, বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গরম পানি সাগরে ফেললে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি মোকাবেলার পদক্ষেপ সম্পর্কে ইআইএ'তে উল্লেখ নেই। বায়ুর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়া, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্পের ফলে বায়ু, পানি, ছাই ও শব্দ দূষণের প্রভাব সম্পর্কে ইআইএ প্রতিবেদনে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণে উপকূল এবং সমুদ্র তটের জায়গা ভরাট করা হয়েছে। জলকদর খালে মাটি ভরাট করায় অশেপাশের এলাকায় নিয়মিত জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। এছাড়া, বন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

**চিত্র ৩: বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ**

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** ইআইএ সম্পাদন না করেই প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। জলাধার ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ ও পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা তৈরির ফলে জনবসতি এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানান। অন্যদিকে, খাল, নদী ও জলাভূমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, মাতারবাড়ীতে ১০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার মধ্যে ৮টি বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমিরূপ ও ভূমি ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও সম্মিলিত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়নি। অন্যদিকে, অধিগ্রহণকৃত জমি ভরাটের জন্য সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে মাতারবাড়ীর পশ্চিমপাশে বেড়িবাঁধের ১ কিঃমিঃ এলাকায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

**চিত্র ৪: মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ**

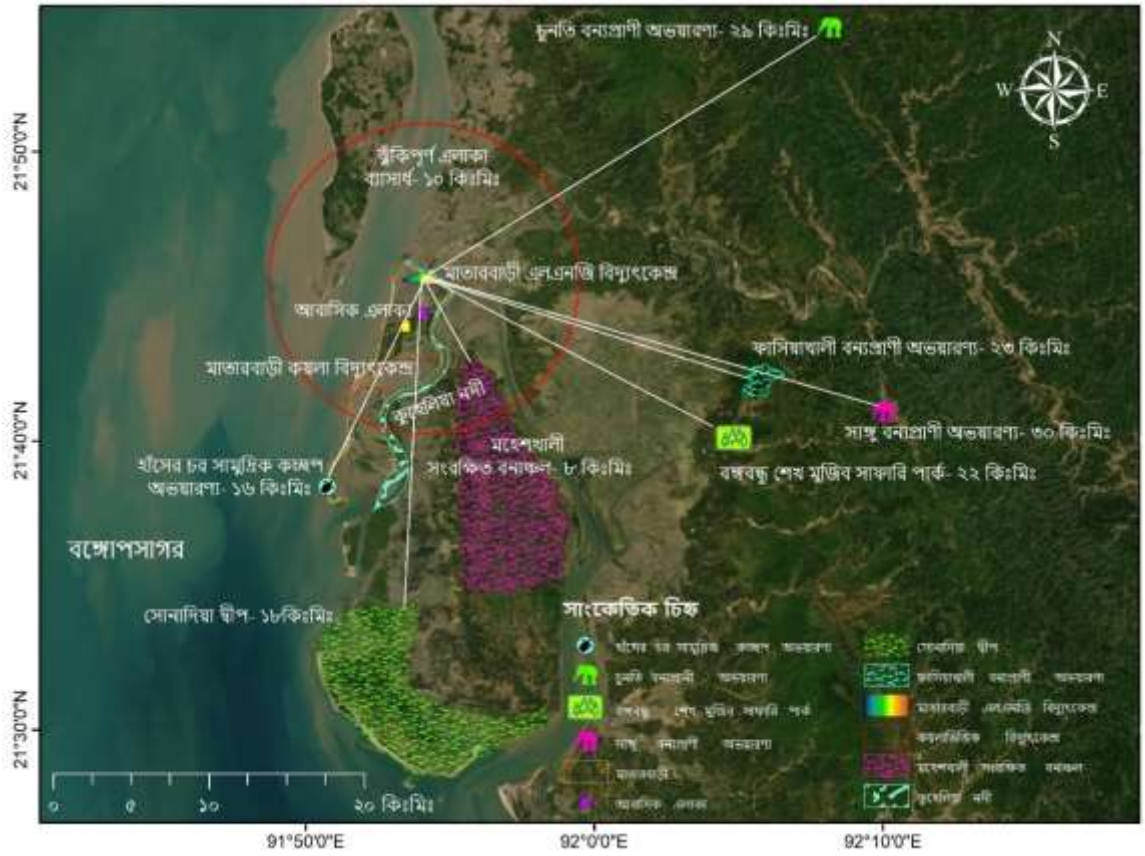


### ৫.৫.৩ প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ

পার্শ্ববর্তী দেশে নির্মিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি/মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে ০.২৩ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ০.০৫৩ একর জমি প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে গবেষণার আওতাভূক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রে মোট ৯৪২ একর অতিরিক্ত জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্বাচিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গড়ে ০.৬৯ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ০.৬৫ একর জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

**সারণি ০৭: নির্বাচিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ**

| বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরন | বিদ্যুৎকেন্দ্র | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) | প্রয়োজনীয় জমি (একর) | ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর) | অতিরিক্ত ক্রয়/অধিগ্রহণকৃত জমি (একর) |
|---|---|---|---|---|---|
| **কয়লাভিত্তিক** | বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র | ৩৫০ | ৮১ | ৩১০ | ২৩০ |
| | বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র | ১৩২০ | ৩০৪ | ৬৬০ | ৩৫৭ |
| **এলএনজিভিত্তিক** | মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র | ৬৩০ | ৩৩ | ৩৮৮ | ৩৫৫ |
| **মোট** | | **২২৭০** | **৪১৮** | **১৩৫৮** | **৯৪২** |

এছাড়া, গবেষণার আওতাভূক্ত ৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্পে শুধুমাত্র ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে মোট ৩৯০ কোটি ৪৯ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ৮ নম্বর সারণিতে প্রকল্পভিত্তিক ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির আংশিক প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হলো।

**সারণি ০৮: ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতি**

| ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ | দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)* | | | অর্থের গ্রহীতা** |
|---|---|---|---|---|
| | বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র | বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র | মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র | |
| ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ | ২ কোটি ২৯ লাখ | -- | -- | বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ডর্প এনজিওকর্মী, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী |
| ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে কমিশন আদায় | ৪৫ লাখ ৯০ হাজার | ৫৫ কোটি | -- | |
| ব্যক্তিগত জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য প্রদানে কমিশন আদায় | -- | ২০০ কোটি | ৮২ কোটি ৫ লাখ | |
| ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা আত্মসাৎ | -- | -- | ৩৩ কোটি | |
| ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা প্রদানে কমিশন আদায় | -- | -- | ৪ কোটি ৪০ লাখ | |
| ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি জবরদখল এবং অর্থ প্রদান না করা | ২ কোটি ৪১ লাখ | -- | -- | |
| খাস জমির জাল দলিল তৈরি করে তা বিক্রয় বাবদ অর্থ গ্রহণ | ১০ কোটি ৭৫ লাখ | -- | -- | |
| **মোট টাকা** | **১৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯০ হাজার** | **২৫৫ কোটি** | **১১৯ কোটি ৪৫ লাখ** | |

* দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্তের আংশিক প্রাক্কলন পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে

-- সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি

** প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

### ৫.৫.৪ ভূমি ও ক্রয়/অধিগ্রহণে দুর্নীতি

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বলে আইসোটেক কর্তৃক প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও ভূমি দখল করা হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির চেয়ে বেশি জায়গা দখল এবং ক্ষেত্রবিশেষে জমি ক্রয় না করেই জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। বাঁধে বসবাসকারী জেলে পরিবারের উপর হামলা, মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। দলিল ও ভুয়া মালিক তৈরী করে খাস এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। ২০টি রাখাইন পরিবারের ৭০ একর কৃষি জমি ও উপকূলীয় বনসহ নদী ও খাল দখল করা হয়েছে।

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র:** বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে ২ কি.মি. সমুদ্রতট দখল করে লবন চাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। খাস জমিসহ স্থানীয়দের প্রায় ১০০ একর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, জমির মালিকদের নামমাত্র মূল্য দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয়েছে বলেও ভুক্তভোগীরা অভিযোগ প্রদান করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক কম মূল্যে স্থানীয়দের থেকে জমি ক্রয় করে বেশি মূল্যে এস আলম কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে স্থানীয়দের থেকে জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জমির মূল্য পেতে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। লবণ ঘেরকে নাল জমি দেখিয়ে কম মূল্যে জমি ক্রয় করার ও অভিযোগ রয়েছে।

### ৫.৫.৫ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অনিয়ম

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ভুয়া আপত্তি ও মামলা দায়ের করে জমির প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ পেতে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের চাপে ফেলে বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে আইসোটেকের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করাসহ মূল্য পরিশোধে ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপন করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন। জমির দাম ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইসোটেকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কমিশন গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র:** প্রকল্প বাস্তবায়নকরী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের চাপে ফেলে ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জমি বিক্রিতে বাধ্য করা এবং নামমাত্র মূল্যে তা ক্রয় করার বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন।

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন অনুদান প্রদানে 'ডর্প' এনজিওকর্মী ১০-২০ শতাংশ কমিশন আদায় করেছে। প্রকল্প এলাকায় 'ডর্প' এনজিওকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং শ্রমিকদের মিথ্যা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ করছে বলে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা জানান। এছাড়া, দালাল ছাড়া ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার বিষয় জানান ভুক্তভোগীরা।

### ৫.৫.৬ ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনিয়ম

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** প্রকল্পে কাজের সুযোগ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। এছাড়া, স্থানীয়দের কাজ প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয় যাদেরকে চাকরি দেওয়া হয় তাদের সাথে বেতন-বৈষম্য করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন।

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র:** প্রকল্পে কাজের সুযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং শ্রমিকদের থেকে ৩০-৫০ টাকা/ঘন্টা কমিশন আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয়রা তথ্য প্রদান করেন। স্থানীয় শ্রমিকদের কম বেতন বা ক্ষেত্রবিশেষে বেতন না দিয়েই কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের (লবণ চাষী ও ভূমি মালিক) চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন।

### ৫.৫.৭ ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানিসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** আইসোটেক কর্তৃক প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের নামে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা দেওয়ার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে বসবাসকারী ইজারাভোগী জেলেদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র:** কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনসহ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান, ভালো কর্ম পরিবেশ প্রদান এবং অন্যায্য ছাঁটাই বন্ধের দাবি সম্বলিত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আন্দোলনে জড়িত স্থানীয় নেতৃস্থানীয়দের গ্রেফতার, ক্রসফায়ারের হুমকি, মামলা ও গ্রেফতার করে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার অভিযোগ রয়েছে।

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক হুমকি ও ভয়ভীতি প্রর্দশন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

### ৫.৫.৮ প্রভাবশালী রাজনীতিবীদ ও আমলাদের স্বার্থ

**বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** স্থানীয় রাজনীতিবিদ কর্তৃক অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগসহ কাঁচামাল (প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগ, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড) সরবরাহের ঠিকাদারি গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া খাস জমির জাল দলিল তৈরী ও কোম্পানীর কাছে বিক্রয়ে সরকারী কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।

**বাঁশখালী এস এস বিদ্যুৎকেন্দ্র:** কয়লা প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন বন্ধে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে অনৈতিকভাবে বিবিধ সুবিধা (যেমন- প্রকল্প এলাকায় খাবার ক্যান্টিন পরিচালনা, তেল, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও শ্রমিক সরবরাহ সংক্রান্ত ঠিকাদারি) প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

**মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র:** চর ও খাস জমির জাল দলিল তৈরি এবং এসকল জমিকে মৎস্য ও চিংড়ি ঘের দেখিয়ে তা কোম্পানির কাছে চড়া দামে বিক্রয়ের সাথে সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।

## ৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচারের প্রক্রিয়াটি নিচের সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো:

**সারণি ০৯: জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার**

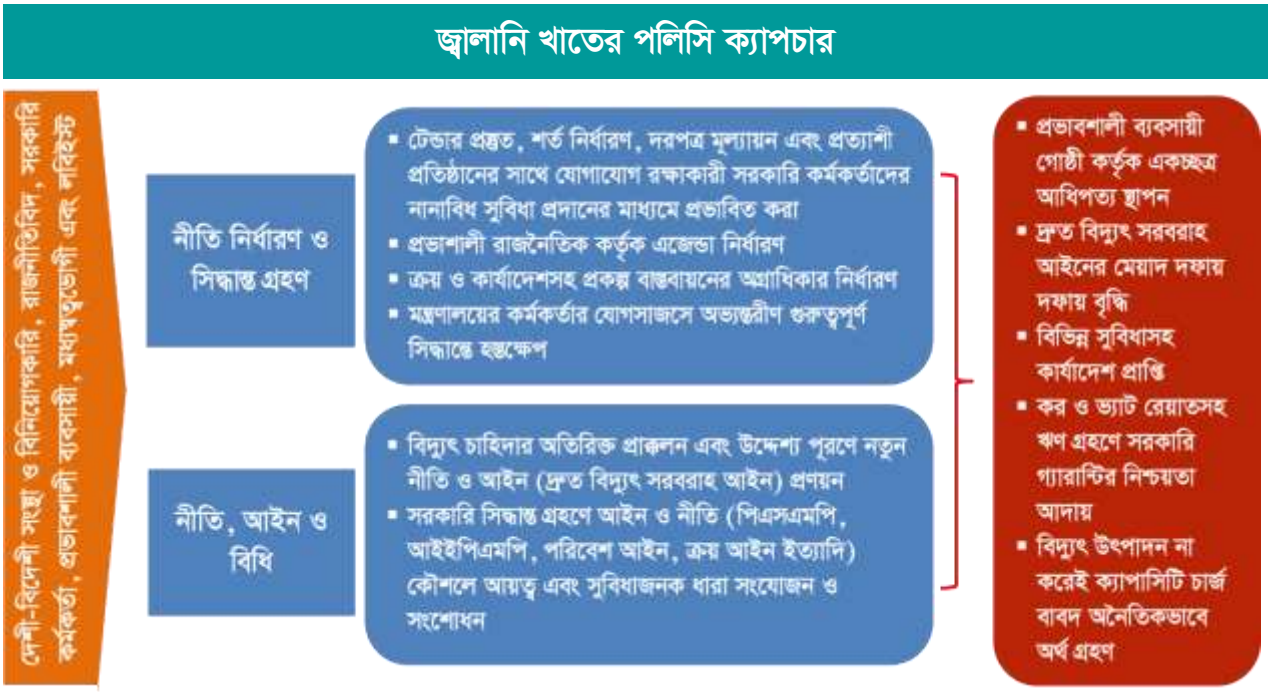


আইনি দুর্বলতার সুযোগে উদ্বৃত্ত কয়লা প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করার মাধ্যেমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই। অন্যদিকে, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবেশ আইন লংঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে

ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বন, নদী, খাস জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং পুলিশের গুলিতে আন্দোলকারীদের মৃত্যুসহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়ায় অপরাধীদের এক প্রকার দায়মুক্তি প্রদান করা হচ্ছে যা এখাত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আরও উৎসাহিত করছে।

## ৭. সুপারিশ

১. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রণয়ন করতে হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত আইইপিএমপি'তে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে এবং ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

৩. জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ঋণের শর্ত নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে এবং এসংক্রান্ত সকল নথি প্রকাশ করতে হবে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় চলমান ঝুঁকিপূর্ণ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে।

৫. আইএনডিসি'র অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****

## পরিশিষ্ট ১